বিক্ষোভের পর রাহুল-প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে আটক করল দিল্লি পুলিশ

ছবি: সংগৃহীত

ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও ভোটার তালিকা সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রাতে নয়াদিল্লির আকাশবাণী ভবনের সামনে থেকে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়। এ সময় বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের আরও কয়েকজন নেতা ও সাংসদকে আটক করে বাসে তুলে নেয় পুলিশ।

ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ কার্যক্রম এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ করে আসছে বিরোধী দলগুলো। এর প্রতিবাদে দুপুরে সংসদ ভবন থেকে তিন শতাধিক বিরোধী সাংসদ নির্বাচন সদনের দিকে মিছিল করেন। সংসদ মার্গে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর ব্যারিকেডে মিছিল আটকে গেলে নেতারা সেখানেই অবস্থান নেন।

বিক্ষোভে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, ভোট চুরির মাধ্যমে মোদি সরকার দেশের নির্বাচনী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সংসদীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ ও দাবির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানায় কংগ্রেস।

এদিকে বিক্ষোভের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে—এমন একটি দাবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ায়। তবে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) ফ্যাক্ট চেক ইউনিট এটিকে বানোয়াট বলে জানিয়েছে। তাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এমন কোনো যোগাযোগের তথ্য সত্য নয়।